সম্পাদকীয়-তিন লাভজনক পদে একজন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এড়িয়ে চলা।

কিন্তু মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের ক্ষেত্রে আমরা যা দেখছি, তা কেবল অনিয়মই নয়, বরং প্রচলিত আইন ও নৈতিকতার চরম অবমাননা। তিনি একাধারে এমপিওভুক্ত করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান এবং সরকারি কাজী। একই সাথে তিনটি লাভজনক পদে থেকে সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা নেওয়ার এই ঘটনা দেশের প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল।

প্রচলিত ‘সরকারি চাকুরিজীবী আইন’, ‘এমপিও নীতিমালা’ এবং ‘স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯’ অনুযায়ী—কোনো ব্যক্তি পূর্ণকালীন সরকারি বা এমপিওভুক্ত চাকুরিতে থেকে অন্য কোনো লাভজনক পদে বা জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

তদুপরি, ‘মুসলিম বিবাহ ও তালাক বিধিমালা, ২০০৯’ স্পষ্ট বলে যে, একজন কাজী অন্য কোথাও সবেতনে চাকুরি করতে পারবেন না।

আলম হুসাইন এই তিনটি আইনের প্রতিটিই লঙ্ঘন করেছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, ২০১৫ সালে তিনি যখন কাজী হিসেবে নিয়োগ পান, তখন পদাধিকার বলে তিনি নিজেই নিজের নিয়োগ কমিটির সদস্য ছিলেন! স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের এর চেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে?

একজন মানুষের পক্ষে একই সাথে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, পুরো একটি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কাজ এবং বিবাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করা অসম্ভব।

এই ‘ত্রিশঙ্কু’ ভূমিকার খেসারত দিচ্ছে সাধারণ মানুষ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখে। প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতির সুযোগে শিক্ষকরা অনিয়মিত, শিক্ষার্থীরা মাঠ থাকা সত্ত্বেও খেলাধুলা ও সঠিক পাঠদান থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে, ইউনিয়ন

পরিষদে সপ্তাহে মাত্র ১-২ দিন আসায় নাগরিক সেবা পেতে জনগণকে চেয়ারম্যানের ‘নিজস্ব অফিসে’ গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

চরম অব্যবস্থাপনার জবাবে অভিযুক্তের বক্তব্য আরও হতাশাজনক। “সারাদেশে এমন অনেকেই আছেন”—এই খোঁড়া যুক্তি দিয়ে তিনি নিজের অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অনিয়ম কখনো অন্য কারো অনুসরণের মাধ্যমে নিয়ম হয়ে যেতে পারে না।

এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতাও প্রশ্নবিদ্ধ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা জেলা রেজিস্ট্রারের মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এতদিন ধরে এই ‘ওপেন সিক্রেট’ বিষয়টি জানতেন না বলে যে দাবি করেছেন, তা তাদের তদারকির দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। তবে আশার কথা হলো, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জেলা রেজিস্ট্রার তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এ ঘটনা একজন মু. আলম হুসাইনের একক অপরাধ নয়, এটি আমাদের জবাবদিহিতাহীন ব্যবস্থার একটি প্রতীকী চিত্র। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং করদাতার টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই ত্রিমুখী আর্থিক সুবিধাভোগীর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একই সাথে, অন্য কোথাও এমন ছদ্মবেশী ‘সবজান্তা ও সর্বভুক’ কর্মকর্তা আছেন কি না, তা খুঁজে বের করতে শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যৌথ চিরুনি অভিযান চালানো জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারকে এভাবে জিম্মি করার অধিকার কারও নেই।

মুজিবনগরে গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সমন্বিত

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৮ জুন) উপজেলা পরিষদ হলরুমে ‘গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন’ শীর্ষক এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

‘বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প’-এর আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং উপজেলা প্রশাসন, মুজিবনগরের ব্যবস্থাপনায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল হুদা। তিনি তাঁর বক্তব্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় আইনি সেবা পৌঁছে দিতে গ্রাম আদালতের গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “গ্রামের সাধারণ মানুষ যাতে ছোটখাটো বিরোধের জন্য জেলা আদালত বা থানায় গিয়ে দীর্ঘ সময় ও অর্থ অপচয় না করেন, সেজন্য গ্রাম আদালতকে আরও সক্রিয় করতে হবে। ‘অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে সঠিক বিচার পেতে চলো যাই গ্রাম আদালতে’ এই স্লোগানকে কেবল ব্যানারে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের বাস্তবে রূপ দিতে হবে।”

তিনি স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, গ্রামীণ পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে পারলে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দ্রুত ও সহজে ন্যায়বিচার পাবেন, যা সামগ্রিকভাবে বিচারব্যবস্থার ওপর চাপ অনেকাংশেই কমিয়ে আনবে।

কর্মশালায় বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা এবং এর বিভিন্ন আইনি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। একটি কার্যকর গ্রাম আদালত গঠনে

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং এনজিও কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

গ্রাম আদালত মেহেরপুর সদর উপজেলা সমন্বয়কারী আলমগীর কবিরের সঞ্চালনায় বক্তারা উল্লেখ করেন, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব, যা গ্রামীণ সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মাঝে এখনও এই আদালতের এখতিয়ার ও সুবিধা সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা নেই। তাই ব্যাপক প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটিকে আরও জনবান্ধব করে তোলার ওপর কর্মশালায় তাগিদ দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) গৌতম কুমার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান এবং গ্রাম আদালত মুজিবনগর উপজেলা সমন্বয়কারী শাকিলউজ্জামান।

উক্ত কর্মশালায় উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) কর্মীবৃন্দ অংশ নেন।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রোববার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার রায়ের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে ছাত্রদলের মোটরসাইকেল শোডাউন

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল শোডাউন ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে।

রোববার বিকেলে জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে শোডাউনটি অনুষ্ঠিত হয়।

মোটরসাইকেল শোডাউনটি মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে হোটেল বাজার মোড়, কলেজ মোড় ও হাসপাতাল মোড় প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর বড়বাজারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোডাউনে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হাসান, পৌর ছাত্রদলের নেতা রাব্বি, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সুইম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সাজ্জাদসহ ছাত্রদল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুটি আসনের উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব পেলেন শওকত আরা ঊর্মি

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় দলটির ৩৬ জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে বিরোধী দলের ৭৯টি আসনের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

সভায় জানানো হয়, এখন থেকে অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি মেহেরপুর সদর ও গাংনী এই দুটি আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করবেন। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে ডিও লেটার (আধা-সরকারি পত্র) প্রদান করতে পারবেন।

অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার পখমসার গ্রামের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে তিনি ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় বসবাস করেন।

এর আগে তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ড. মো তোজাম্মেল

হোসেন

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলর) হিসেবে ড. মোঃ তোজাম্মেল হোসেনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ড. মো তোজাম্মেল হোসেন বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)-এর ১০(১) ধারা অনুযায়ী তাঁকে এ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিয়োগের শর্তে বলা হয়েছে, যোগদানের তারিখ থেকে চার বছর অথবা অবসর গ্রহণের তারিখের মধ্যে যেটি আগে হবে, ততদিন তিনি উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন দায়িত্ব পালন করেছেন৷

প্রধান শিক্ষক, চেয়ারম্যান ও কাজী—এক আলমের তিন রূপ !

মু. আলম হুসাইন একাধারে একটি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং একই ইউনিয়নের সরকারি কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার)।

আইন অনুযায়ী একই ব্যক্তি সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান বা কোষাগার থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার বিধান না থাকলেও, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের ক্ষেত্রে ঘটছে তার উল্টোটা। তিনটি পদ থেকেই তিনি নিয়মিত নিচ্ছেন সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা।

ত্রিমুখী দায়িত্বের বেড়াজালে পড়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজই ঠিকমতো হচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যালয়ের

শিক্ষার পরিবেশ, অন্যদিকে চরম নাগরিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন ইউনিয়নবাসী। অভিযুক্ত চেয়ারম্যান নিজেও এই অব্যবস্থাপনার কথা আংশিক স্বীকার করেছেন।

বিদ্যালয়ে হ য ব র ল অবস্থা

অনুসন্ধানে জানা যায়, মু. আলম হুসাইন ২০১৮ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু যোগদানের পর থেকেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও পরিবেশ ধসে পড়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, “হেডস্যার স্কুলে ঠিকমতো আসেন না। সেই সুযোগে অন্যান্য শিক্ষকরাও নিজেদের ইচ্ছামতো স্কুলে আসেন, মন চাইলে ক্লাস নেন। আমাদের কত সুন্দর খেলার মাঠ আছে, অথচ কোনো খেলাধুলা করানো হয় না।”

প্রধান শিক্ষকের এই অনুপস্থিতি নিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, একজন মানুষ একই সাথে পুরো একটা ইউনিয়ন পরিষদ এবং বিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারেন না। দুটি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে ম্যানেজ করা অসম্ভব। এর ফলে বিদ্যালয়টি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে কারিগরি শাখাসহ প্রায় ৫৫৩ জন শিক্ষার্থী এবং ৩০ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন, যারা এখন প্রশাসনিক স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

সপ্তাহে ১-২ দিন যান ইউপিতে, সেবা পেতে ছুটতে হয় ‘নিজস্ব অফিসে’

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, মু. আলম হুসাইন ২০১১ সালে প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২ জানুয়ারি তিনি পুনরায় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমানেও পদে বহাল আছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মতিয়ার রহমান জানান, চেয়ারম্যান একই সাথে প্রধান শিক্ষক ও কাজীর দায়িত্ব পালন করায় সপ্তাহে মাত্র এক থেকে দুই দিন পরিষদে আসেন। জরুরি কোনো কাজ বা স্বাক্ষরের প্রয়োজন হলে নাগরিকদের চেয়ারম্যানের ‘হাড়াভাঙ্গা’ এলাকার নিজস্ব অফিসে

গিয়ে কাজ করিয়ে আনতে হয়। এতে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

স্বজনপ্রীতি ও বিধিবহির্ভূত কাজী নিয়োগের অভিযোগ

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ৮ জুন কাজিপুর ইউনিয়নের কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার) হিসেবে নিয়োগ পান আলম হুসাইন। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা অনুযায়ী, কাজী নিয়োগ কমিটির অন্যতম সদস্য হলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আলম হুসাইন তৎকালীন সময়ে চেয়ারম্যান পদে থেকে নিজেই নিজের নিয়োগ কমিটিতে ছিলেন, যা চরম স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এবং নীতিবহির্ভূত।

কী বলছে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধিমালা?

আইন ও বিধি অনুযায়ী মু. আলম হুসাইনের এই একাধিক পদে থাকা এবং আর্থিক সুবিধা নেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

সরকারি চাকুরিজীবী আইন ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন পদে কর্মরত থেকে অন্য কোনো লাভজনক পদে (যেমন- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা কাজী) নিয়োজিত থাকতে পারেন না। এটি চাকুরির শর্তাবলির স্পষ্ট লঙ্ঘন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ বিধিতে স্পষ্ট বলা আছে, একজন কাজী সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় সবেতনে (মাসিক বেতন বা আর্থিক সুবিধায়) চাকরি করতে পারবেন না। আলম হুসাইন ২০১৮ সালে সবেতনে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দিয়ে এই বিধি সরাসরি লঙ্ঘন করেছেন।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোনো জনপ্রতিনিধি একই সাথে সরকারের অন্য কোনো লাভজনক পদে বা সবেতন চাকুরিতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। তদুপরি, সরকারি কোষাগার বা একাধিক উৎস থেকে একই সাথে একাধিক আর্থিক সুবিধা (ভাতা ও বেতন) গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বেআইনি।

অভিযুক্ত ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বক্তব্য

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত মু. আলম হুসাইন অস্বীকার না করে বলেন, “সারাদেশে এমন অনেকেই আছেন। তিনটি

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সব জায়গায়তেই ঝামেলা যে হয় না, তা বলবো না। তবে আমি সার্বক্ষণিক চেষ্টা করি নাগরিক সেবা দিতে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন মিটিং ও পরীক্ষার কারণে উপজেলা অফিসে যেতে হয়, তাই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া হয় না। তবে পরিবেশ ভালো করার চেষ্টা করছি।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো: আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমরা কাজিপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সরকারি ভাতাটা দিচ্ছি। বিদ্যালয়ের বিষয়টি আমার জানা ছিল না, খোঁজখবর নিয়ে দেখবো। যদি আইনের কোনো ব্যত্যয় হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

জেলা রেজিস্ট্রার সালাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, “পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান কাজী নিয়োগ কমিটির সদস্য থাকেন। সেই কমিটিতে থেকে তিনি কীভাবে নিজে কাজী হলেন তা তৎকালীন কমিটিই বলতে পারবে। তবে একজন কাজী অন্য কোথাও সবেতনে চাকরি করতে পারবেন না, এটি নিয়মের পরিপন্থী। লিখিত অভিযোগ পেলে আমরা মন্ত্রণালয়ে জানাবো এবং নির্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা নেব।”

মেহেরপুরের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক (ডিডি এলজি) পার্থ প্রতিম শীল বলেন, “একজন ব্যক্তি কোনোভাবেই সরকারের একাধিক কোষাগার বা উৎস থেকে আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না। বিষয়টি যেহেতু এখন আমাদের নজরে এসেছে, তদন্তপূর্বক দ্রুত এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

এলাকাবাসীর দাবি, অতি দ্রুত এই অনিয়মের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক এবং ইউনিয়নবাসীকে প্রশাসনিক হয়রানি থেকে মুক্ত করা হোক।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাংনীতে

সিএফএইচ’র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটি (সিএফএইচ)। এ সময় সংগঠনটির উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ‘গ্রিন মেহেরপুর ক্যাম্পেইন ২০২৬’।

শনিবার (৬ জুন) সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর ও শহরের বিভিন্ন সড়কের রোড ডিভাইডারে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিএফএইচ’র ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক মিলি আক্তার বর্ষা, মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক মো. তুহিন, রায়হান রাফি, মিয়াজান আলী, আশিকুর রহমানসহ সংগঠনের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা।

এ সময় বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক মিলি আক্তার বর্ষা বলেন, পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক বনায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাম ফর হিউম্যানিটি প্রতিবছর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ‘গ্রিন মেহেরপুর ক্যাম্পেইন ২০২৬’ এর যাত্রা শুরু করা হয়েছে। তিনি বলেন, একটি সবুজ, সুন্দর ও বাসযোগ্য মেহেরপুর গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মামুন অর রশিদ বিজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনা, পরিবেশ ও মানবতার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সার্বিক দিকনির্দেশনার ফলেই প্রতিবছর এ ধরনের কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।

মিলি আক্তার বর্ষা আরও জানান, এ কর্মসূচি শুধু বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পুরো বর্ষা মৌসুমজুড়ে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষের মাঝে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

পাশাপাশি জেলার সর্বস্তরের মানুষকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে ‘বৃক্ষবন্ধু প্রতিযোগিতা ২০২৬’ এর আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “একটি গাছ শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে না, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী গঠনেরও অন্যতম মাধ্যম। তাই সবাইকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো এবং তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।”

কর্মসূচি শেষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মুজিবনগরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র্যালি ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

দেশব্যাপী ডেঙ্গু রোগের বিস্তার রোধ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমন্বিত প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক র্যালি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৬ জুন) সকালে উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

এদিন সকাল ১০টায় উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার থেকে একটি র্যালি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে শেষ হয়। র্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার প্রদর্শন করেন।

র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বলেন, “বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ার আশঙ্কা থাকে। এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে আমাদের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে। বাড়ির আঙিনা, ছাদ, ফুলের টব বা যেকোনো পাত্রে যেন ৩ দিনের বেশি পানি জমে না থাকে, সেদিকে

খেয়াল রাখতে হবে। কারণ সচেতনতাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।”

তিনি আরও বলেন, “উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মশক নিধন স্প্রে করা এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযান অব্যাহত থাকবে। তবে কেবল সরকারি উদ্যোগের ওপর নির্ভর না করে প্রতিটি পরিবারকে তাদের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। কোনো নাগরিক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।”

সমাবেশ শেষে ‘ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মশক নিধন স্প্রে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো হয়।

কর্মসূচিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু শাহমা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) গৌতম কুমার, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর বাকের আলীসহ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক এবং সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মেহেরপুরে র্যালি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে র্যালি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় ডেঙ্গু প্রতিরোধে জমে থাকা পানি অপসারণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন বার্তা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবির, শাকির আহমেদ, ভুবন চন্দ্র হালদার ও ফারুকুল ইসলাম।

এছাড়া সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়জ উদ্দিন, পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান, তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুস সামাদসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।